শপথ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা সি আর আবরার

সি আর আবরার

শেখ মইনউদ্দিন

ফয়েজ আহমদ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আরও দু'জন

সমকাল

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার)। শপথ নিয়ে গতকাল বুধবারই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অফিস করেছেন।

মন্ত্রণালয়ে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এ মন্ত্রণালয়ে বিদায়ী এবং বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জুবায়ের এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম।

এর আগে সকালে সি আর আবরার অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। বঙ্গভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন। আবরারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর ওয়াহিদউদ্দিন এখন শুধু পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সি আর আবরার বলেন, আমি এমন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি, যেখানে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের ভেতরেই তার ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে এবং বাংলাদেশ থেকেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এটা হয়তো একদিনে হবে না, এক বছরে কিংবা পাঁচ বছরে হবে না।

উপদেষ্টা বলেন, দেশে বড় রকমের একটা পরিবর্তন এসেছে। আমরা ভাবিনি আমাদের জীবদ্দশায় এভাবে মুক্তভাবে কথা বলতে পারব। প্রধান উপদেষ্টা যে আমাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছেন, সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ভাবি, যা হবে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা অর্জন, তার আত্মোন্নয়নের উপযুক্ত পথ। দায়িত্ব হস্তান্তরকালে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, শিক্ষা কমিশন অতীতে পাঁচ থেকে ছয়টি হয়েছে। কয়েকজনকে বসিয়ে দিয়ে কমিশন করলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? আমাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি কমিশন হওয়া উচিত।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর দিয়ে তিনি বলেন, তাদের উৎসব ভাতা, বিনোদন ভাতা, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা– এ বছরের ঈদুল আজহা থেকে শুরু করে আগামী বছরের বাজেট থেকে অন্তত কিছু বাড়াতে পারব। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কল্যাণ ভাতা এবং অবসর ভাতা– এটা হলো তাদের সবচেয়ে ন্যায্য দাবি। কিন্তু তারা সংঘবদ্ধ নন।

প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আরও দু'জন

প্রধান উপদেষ্টার আরও দু'জন নতুন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শেখ মইনউদ্দিন এবং ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে এ পদে নিয়োগ দিয়ে গতকাল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বঙ্গভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদ।

নতুন একজন উপদেষ্টা যুক্ত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টার সংখ্যা হলো ২৩ জন।

শপথের পর উপদেষ্টা সি আর আবরারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এতদিন একসঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

উপদেষ্টাদের সহায়তার জন্য মইনউদ্দিনকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং তৈয়্যবকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ সহকারী পদে থাকাকালীন তারা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় নিয়োগকৃত প্রধান উপদেষ্টার তিনজন বিশেষ সহকারীকে তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।